**বসন্তের ঝিঁ ঝিঁ পোকার মাথা খুড়ে মরা ডাকে শৈশব খুড়ি ।**

**প্রাইমারী স্কুল থেকে ফিরতে বড় একটা বাগানে ছিল "মাছি গাছ"। শুনেছি মাছি গাছের ফুলসহ ডালগুলো রেখে দিলে দুই পাপড়ির মাঝে মাছি ভেতরে ডুকে থাকে। বসন্তে ফোটা মাছি ফুলের ভেতরের মাছি দেখার জন্য গাদা গাদা ফুল এনে জমা করতাম খেলার দোকানে।**

**একদিন মাছি ফুল আনার সময় দেখি বাড়ির বুড়ি ঝাড়ু দিয়ে গাছপালা পিটায় আর গজগজ করে বলে," কান আঁর ঝালাহাড়া। আঁরে কুনগা তাবিজ করছে। আঁর মাতা শেষ। আঁরে কুনগা হোঁক চালি দিছে। কামান য্যান চলে বাইত। " (আমার কান ঝালা পাড়া। আমারে কে তাবিজ করছে। মাথা শেষ। কে পোকা চালি দিছে। কামান চলে যেন বাড়িতে।)**

**কত বসন্ত গান , ঝিঁ ঝিঁ ডাক শোনা নব বধূ হতে বুড়ি হওয়া মানুষটির কানে ঝিঁ ঝিঁ ডাক কামান সম শব্দ।**

**বুড়িটি আর নেই। সেই কবেই মারা গেছে। তবু মাঝে মাঝে মনে জাগে আজকের এই ঝিঁ ঝিঁ র মিষ্টি ডাক কবে আবার কামান জাগায় কানে!**

**ছোটবেলায় আমার দাদীকেও শুনতাম,এমনকী বাচ্চার দাদিকে ও বলতে শুনি, এমন চিৎকার করস কা? কানে হাড়ায় না।**

**ভাবতাম এরা বুঝি ছোটবেলায় খুব শান্ত ছিল!**

**এখন বাচ্চারা চিৎকার করলে নিজেরাই বকা দেই।**

**শৈশবে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার কাজিনরা বেড়াতে আসলে পাশের ঘরের উঠানে কলাপাতার ডাটা দিয়ে উঠানে আঘাত করে শব্দ করছিল। আব্বু আমাকে পাঠাল ওদের ডেকে আনতে শব্দ না করতে। ওখানে গিয়ে, ওদের আইডিয়াটা আমার বেশ ভাল লাগছে। ওদের সাথে আমিও পিটতে শুরু করলাম। ভুলে গেলাম নিজের দায়িত্ব। পরে আব্বু লাঠি একটা নিয়ে গেলে দৌড় দৌড় দৌড়!**

**বুনো কাঞ্চন পাতা দিয়ে তেজপাতা, গাছের কচি পাতা দিয়ে হাঁস মুরগী। হাড়িগিলার ফুল দিয়ে মালা তৈরি , ডিম বানানো । কলা গাছের পার্টগুলো দিয়ে দাঁড়িপাল্লা তৈরি। দোকান ভালই চলত এ চৈত্রের দুপুরেও।**

**চৈত্রের দুপুরে খা খা করে রোদ।**

**মনটাও সাথে ।**

**"কী যেন হায় কিসের লাগি**

**মন করে হায় হায়,,,!**